স্বনির্বাচিত কবিতা

জয়শীলা গুহ বাগচী

গ্রাফ

কীভাবে লিখতে হয় গড়িয়ে পড়া সংখ্যার শেষ উত্তর...
কীভাবে ওষুধের অনুনয়ের মধ্যে রাখা যায়
ভেপে ওঠা জীবনের তাপ্পি
ষড়যন্ত্রের নকশা আঁকা সেফটিপিন...
নাকি আঙুলপ্রমাণ বাতাসের আশ্বাস
কী দেব বল অভিনয়?
কোনটা ছেড়ে তোমার শুকনো অক্সিজেনে তরমুজ ফলাবো?
এইসব দিন ছেয়ে যায়
দিনের পৃষ্ঠা থেকে অপরিচিত নামে
ক্রমাগত একলা হয় ক্লটেড আশা
একলা হয় মানুষগন্ধ
একচামচ জীবনই তো
তার রেশ বরাবর ফুলকাটা মিথ্যে
তবু তার চোখের বাতাস
বাতাসভেজা সন্ধে
ডাক দিয়ে যায় নদীর সমুদ্রে, বর্ণমালায়
স্যাচুরেশন ওঠে, আছড়ে পড়ে ঢেউ
স্যাচুরেশন নামে নামে নামে...

অস্বস্তি

একটি চেয়ার একটি টেবিলের ফাঁকে
একজন আস্ত মানুষ তার গহন স্বপনসহ
তার পুরনো লজঝড়ে হাসি সহ
তার সমীহ ও তার সহজিয়া ধূপকাঠি নিয়ে
কীভাবে এঁটে যেতে পারে...
যেখানে তার চেতনাসুখ সিকিভাগও আঁটে না
তার পাঁজর ভর্তি যে তারার ফিসফিস
তার চামড়ায় কিছু প্রেমের বাতাস
চোখ হাত পা পায়ুতে প্রস্তর যুগ থেকে বয়ে চলা
আধার নাম্বার
তার গলার দীঘল পর্যন্ত ঝনঝনে মহানুভবতা

দশ বারো টাকায় বিক্রি হয়
এইসব থেকেও সবচেয়ে দামী যে কবুলিয়ত-নামা
যেখানে অল্প সেরিবেলামের ফ্লুইড চকচক করে
তাকে আজকাল ফুলদানি বলে ডাকা হচ্ছে
এইভাবেই সরষে ফুলের নিশিডাক শুকিয়ে
ব্যাঙের ছাতার কথাবার্তা পুড়িয়ে
চেয়ার টেবিলের নাম হয় খোঁজ
যাতে কোনও মনুষ্য তর্জমা থেকে
মুষ্টিবদ্ধ চোয়াল উঠে না আসে
আমাদের চেয়ার জন্মের বিজ্ঞান
আমাদের রহস্য টেবিলের সৌজন্য-কথা
ছায়াজীবী হোক
ঘৃণাজীবী হোক
সংক্রমণজীবী হোক

বাতাস বাতাস

ঘাড়ের কাছে একটা পোকা থাকলে
দিনের গায়ে পায়ে অবিশ্বাসের ফুল ফোটে
পোকা যত বড় হয়
এলো-বাতাস... মল-বছর...
হা হা যুক্তি
বুদ্ধির ঝিকমিক আকার
ক্রমাগত একটি বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি হতে হতে
বোধের ‘ধ’- টুকু মাত্র
‘ধ’- এর গায়ে আলতা পরা মোমবাতি
ঘুণে খাওয়া পয়ার
পয়ার থেকে ঝুলে থাকে আধ-ছেঁড়া মহাকাব্য
তার একঘেয়েমি
দিনরাতের মারী আর তাদের পোকামাকড়
যুক্তির আবেগটুকুই
বুদ্ধির হাওয়ারাত আর স্তম্ভিত মৃত্যু পেরিয়ে
জল চল আলপথ পেরিয়ে
বিস্ময়বোধক চিহ্নের পাশে
একটা হাসিমাত্র
চোখ-নাক-মুখ - অক্সিজেন- আকাশের তারা উপচে
একটা হাসি...
হাসিরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে
রাজনীতি আছে
তবু এসব দিনেও মাসপয়লা জীবনকে
একটু মায়াগান একটু ভোরশ্বাসের মতো দেখায়

তখন খবরের কাগজে সূর্যমুখীর চাষ
চায়ের কাপে কাঁচা সবুজ চিঠিপত্র
ইনবক্স ভরে ওঠে চা- ফুলের সকালে
পোকাদের ডানায় তখন রঙের সুগন্ধি
সুগন্ধীর মতো শূন্য শূন্য হাসি
কান্নাভেজা...

অনির্ণেয়

খুব বেশি না ভাবলেও হয়
ছুরি বা বঁটিতে ডুমো ডুমো করে
অন্ধকার কেটে নেওয়া হলে
কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়
কাটা টুকরোগুলো লাফিয়ে উঠে আঙুল ছুঁতে চাইলে
তাড়াতাড়ি কিছুটা মুখ হাত পা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চাপা দিই
না কমলে
তুলে আনি ঠাণ্ডা হৃৎপিণ্ড
চেপে দিই সজোরে
তবু থামে না
এসময় চুপ করে থাকা ভালো
এসময় চুপ করে থাকা ভালো
এসময় অল্প সেজে নেওয়া যেতে পারে
হলদে কাঠ টগরের গন্ধ, শব্দ
ঘুঘুর উড়ে যাওয়ার হাওয়া মিশিয়ে এইসব মেকাপ
আমাদের মানায়
এছাড়া কিছু দরকারি কথাও সেরে নিতে হয়
ফরাসী একসেন্টে পিঁপড়েরা ঢুকে পড়বার আগে
আমাদের কথাদের প্লেটে বেড়ে দিতে পারলে ভালো হয়
তারপর সেইসব অ্যাম্বুলেন্স আসবে
আর স্বপ্ন দেখবো
কাটা কাটা অন্ধকার জুড়ে দিয়ে
এক একটা আস্ত মানুষ হবে
পুরনো ডাস্টবিনে পড়ে থাকা স্মৃতি
এবং চতুর গবেষণাগারের আলোর মতো

রাত

গুটিয়ে নিচ্ছি নিজের ছায়া
ওখানে বড্ড ভিড় লণ্ঠন আর জোনাকিদের
এতটা অচেনা হওয়া ভালো নয়
নাকি ততটা চেনা হওয়াও ভুল
চেনা অচেনার মাঝে একটা হাওয়ার দরজা
গুনগুন করে
দুলেদুলে গান গায়
মাছ ধরে বেপাড়ার ঋতুতে
পাখিরা ডিমের মুহূর্ত রেখে যায়
যা কিনা একটা ছায়ার সম্ভাবনা
অথবা একটা হতভাগ্য প্রতিশ্রুতি
এইসব মুহূর্তের ভর বা ভার জুড়ে
যেসব অঙ্ক বা মাপার ফিতে থাকে
সেসব জানা হয়নি
জানা হয়নি কতটা ক্লান্ত হয় জানার উপরিতল
তাই মাপা গেল না লণ্ঠন আর জোনাকি
প্রতিশ্রুতির ছায়া পড়ে থাকে
ছায়া জুড়ে বড় হয় আমিগাছ, আমরাগাছ...

সাধারণত

একটু শান্ত হয়ে বস যোগাযোগের বাতাস
অক্ষরের গলিতে সবকটা সূর্যাস্ত শেষ হোক
তারপর তো জন্মভাসান
তারপর কলোসিয়ামের একটা দুর্দান্ত ফটোগ্রাফ
সিলুয়েটের এককোণ থেকে
গড়িয়ে নামছে আলোকিত পশু
দাঁতের কোণায় ঝুলে আছে আধসেদ্ধ খবর
সীমান্তে সীমান্তে আশ্চর্য আয়না...
একটু শান্ত হয়ে বস অসময়ের ওয়েব
উড়তে উড়তে পুড়তে পুড়তে
আমাদের শ্বাস একদলা ইতিহাস বমি করছে
সময়ের বোতামে কোনো গন্ধ লেগে নেই
রাস্তায় কোনো বিশেষ গন্ধ থাকে না
নক্ষত্রেরও না
জলের মধ্যে শুধু মৃত স্বাদ আর
শাসকের গন্ধ লেগে আছে